বঙ্কিমবাবু অনেকাংশে idealist উপন্যাসিক। আমরা দেখিব সাহিত্যিকের কাব্য-সৌন্দর্য্য, কল্পনার বিচিত্র লীলা ইত্যাদি। যখন Art for Art's Sake এই সূত্র ধরিয়া বঙ্কিমের উপন্যাস আলোচনা করিতে যাইব; তখন দেখিব বঙ্কিমের চরিত্র সৃষ্টি অনুপম। কিন্তু ধর্ম্মশিক্ষা বা চরিত্রের আদর্শ খুঁজিতে গেলে হয়তো আমরা মাঝে মাঝে বঙ্কিমের মতের সহিত এক মত হইতে পারিব না। তখনই তাঁহার চরিত্র সৃষ্টি আমাদের চক্ষে অস্বাভাবিক, অলৌকিক বলিয়া মনে হইবে। যদিও একটু একটু অস্বাভাবিকতা মাঝে মাঝে ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু দেশ, কাল, পাত্রভেদে আমাদের মনে হয় সেই যুগে, আজ হইতে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে, বঙ্গভাষার কৈশোরে সে সব অলৌকিকতার দামও কিছু ছিল হয়ত।

রূপ ও অরূপ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী—সাহিত্য।

খাতা ভ'রে ভ'রে এতকাল ধরে কি লিখিনু ভাবি আজি
পলাশে শিমূলে ভরিয়াছি তুলে আমার এ ফুল-সাজি।
চাঁপা, বেলা, যূথী, শেফালি, মালতী, করবিকা, কাঞ্চন
এ সবার পানে তাকাতে না জানে আমার বিমূঢ় মন।

বাহিরের রূপে ভুলিলি কিরূপে রে মুগ্ধ মন মোর
অন্তরদ্বার রবে কি তোমার রুদ্ধ জীবনভোর!
ওরে ও মত্ত, রূপপ্রমত্ত ওরে ও খেয়ালী ভোলা
তোমার ক্ষণিকা রূপযবনিকা আজও কি হবে না তোলা?

রূপের আড়ালে এখনও দাঁড়ালে বৃহৎ পৃথিবী তবে
চিরকাল তোর মুগ্ধ বিভোর ঢাকা যে পড়িয়া রবে।
এসো বাহিরিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া যেয়োনা অন্তরালে
থেকোনা জড়িত আজও আবরিত রূপের জটিল জালে।

কত যে ছন্দে কত যে গন্ধে বিচিত্র কত সুরে
সাড়া দিয়ে যায় পৃথিবী তোমায় নিকটে কভু বা দূরে।
বাতাসে বাতাসে কি যে ভেসে আসে কিসের পরশ লাগে
অহেতু হরষে অপরূপ রসে কভু রোমাঞ্চ জাগে!

সুরে সুরে সুরে অন্তর পুরে কিবা সে রাগিনী বাজে
বিশ্ববীণার সুর ঝঙ্কার পশে কি শ্রবণ মাঝে?
বিচিত্রা ধরা দেবে না কি ধরা তোমার 'ছন্দজালে
অনুভূতি কবে স্পন্দিত হবে তাহার নৃত্য তালে?

সে সুধা পরশ অজানা হরষ, রাগিণী ঝঙ্কারিত
ছন্দে ভাষায়, বেদনা আশায় হবে কি সঞ্চারিত?
তোমার খাতায় পাতায় পাতায় চিহ্ন রবে কি তার
পড়িবে কি ক্ষ'রে মসী অক্ষরে ক্ষরণ হয় না যার?